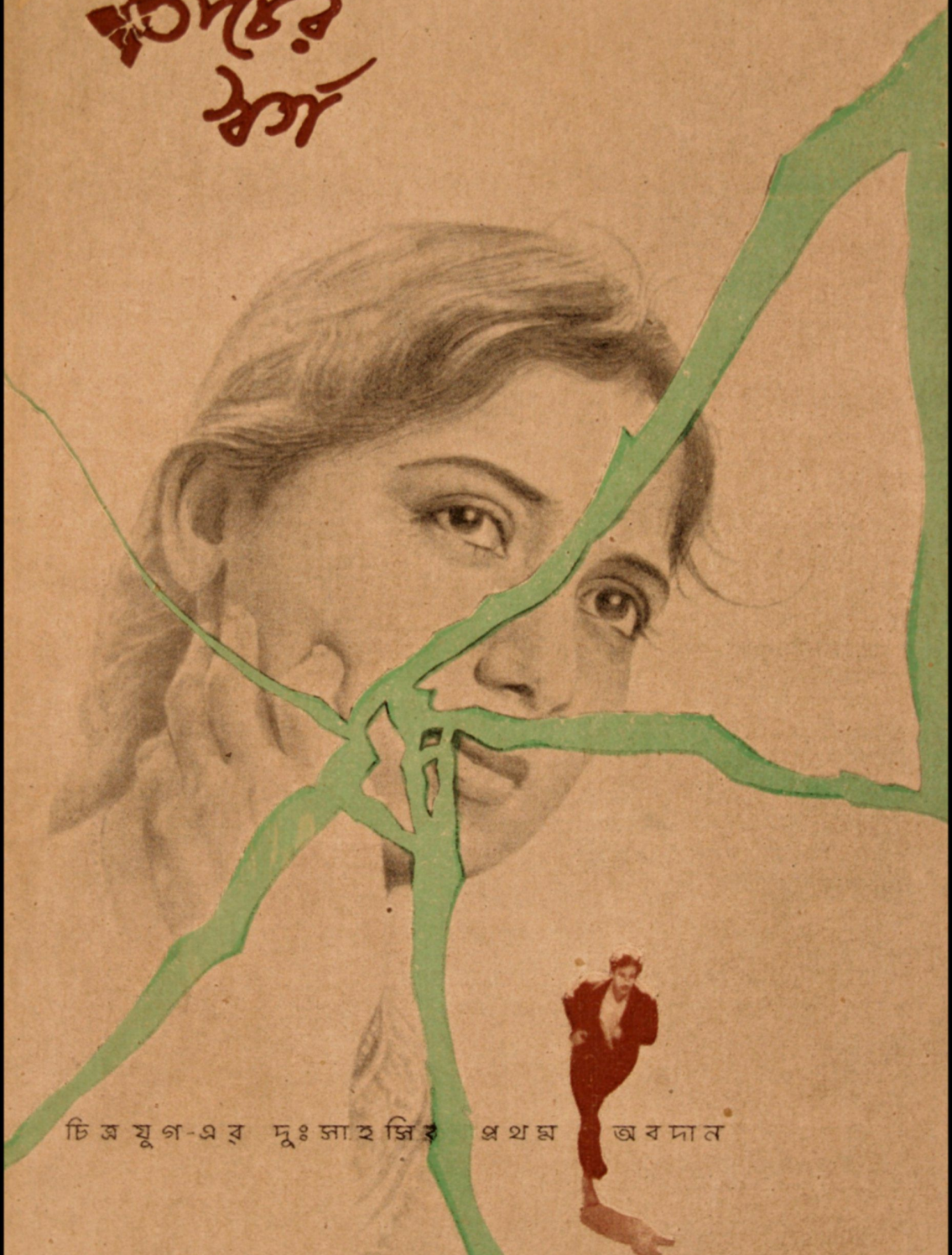

কাঁচের স্বর্গ
চিত্রযুগ-এর দুঃসাহসিক প্রথম অবদান

প্রকাশ চন্দ্র নানের
প্রযোজনায়
চিত্রযুগ-এর নিবেদন

চাঁদের স্বর্গ

কাহিনী-গ্রন্থনা•চিত্রনাট্য•সংলাপ ও পরিচালনা•যান্ত্রিক
সুরসৃষ্টি•জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
আলোকচিত্র-পরিচালনা•অনিল গুপ্ত
চলচ্চিত্রায়ন•জ্যোতি লাহা
শব্দগ্রহণ•মৃণাল গুহঠাকুরতা
রূপসজ্জা•দুলাল দত্ত
শিল্প-নির্দেশ•সুবোধ দাস
ব্যবস্থাপনা•অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা•শৈলেন গাঙ্গুলী
শব্দ-পুনর্যোজনা•শ্যামসুন্দর ঘোষ
আলোক-সম্পাত•প্রভাস ভট্টাচার্য্য
পটশিল্প•কবি দাশগুপ্ত
স্থিরচিত্র•স্টুডিও এজনা মরেঞ্জ
রূপসজ্জা•দাশরথি দাস ও কানাই দাস

গীত-রচনা•কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
নেপথ্য-কণ্ঠদানে•সুমিত্রা সেন ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত
আর•বি•মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম
ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

সহকারী
পরিচালনায়•তপেশ্বর প্রসাদ ও ধ্রুব রায়চৌধুরী
আলোকচিত্রে•সুখেন্দু দাশগুপ্ত ও অপ্পু
শব্দধারণে•আনন্দ চক্রবর্ত্তী ও বাবাজী
রূপসজ্জায়•তপেশ্বর প্রসাদ ও কাশীনাথ বসু
শিল্পনির্দেশে•ছেদীলাল শর্ম্মা•বিজু সর্দার
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়•দ্বৈতারি•দ্বিজ•হরিপদ•চেমা•ধন
রূপসজ্জায়•নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ও জামাল
পটশিল্পে•প্রবোধ কুমার
আলোকসম্পাতে•ভবরঞ্জণ দাস•অনিল পাল•সুভাষ ঘোষ

পরিবেশনায়•মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ

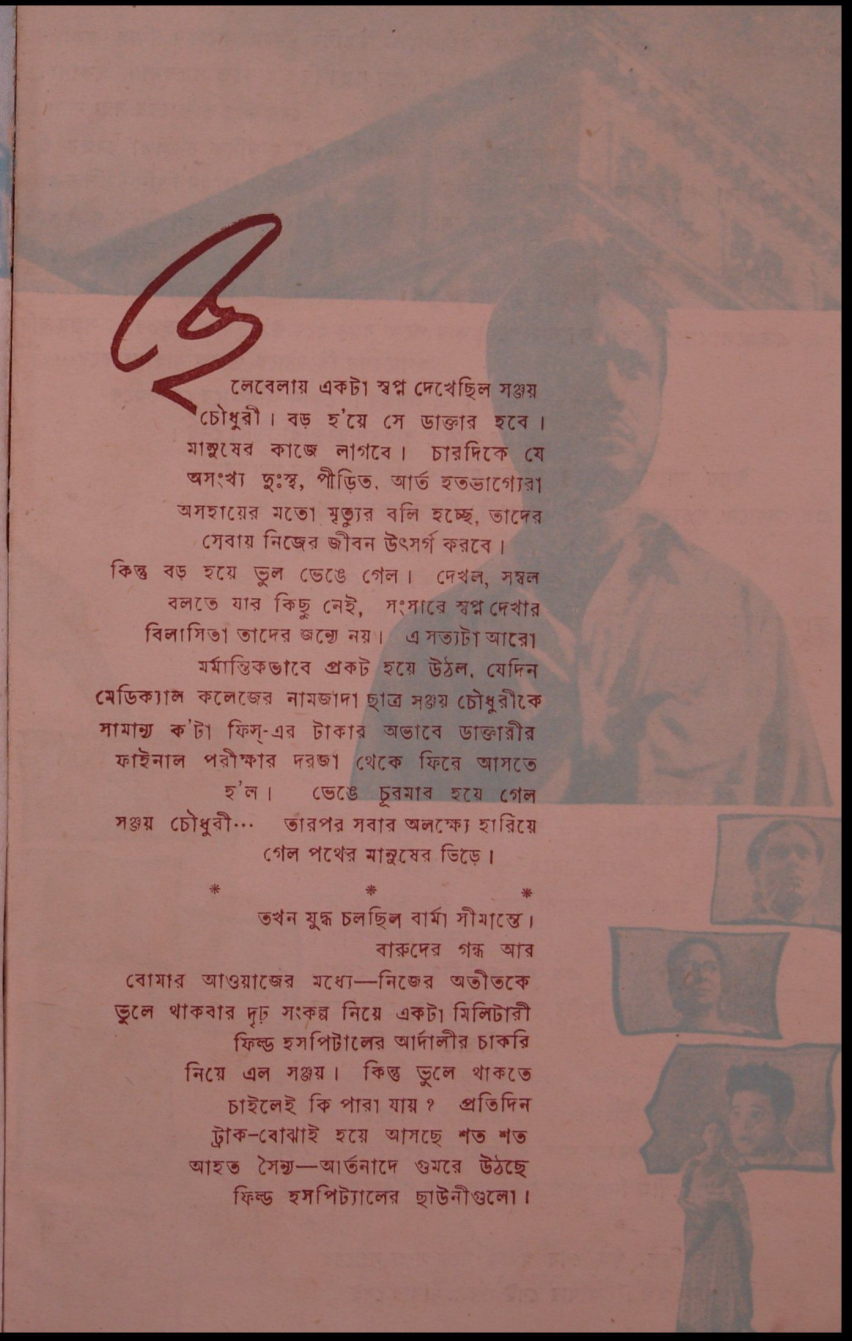

ছেলেবেলায় একটা স্বপ্ন দেখেছিল সঞ্জয় চৌধুরী। বড় হ'য়ে সে ডাক্তার হবে। মানুষের কাজে লাগবে। চারদিকে যে অসংখ্য দুঃস্থ, পীড়িত, আর্ত হতভাগ্যেরা অসহায়ের মতো মৃত্যুর বলি হচ্ছে, তাদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবে।

কিন্তু বড় হয়ে ভুল ভেঙে গেল। দেখল, সম্বল বলতে যার কিছু নেই, সংসারে স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা তাদের জন্যে নয়। এ সত্যটা আরো মর্মান্তিকভাবে প্রকট হয়ে উঠল, যেদিন মেডিক্যাল কলেজের নামজাদা ছাত্র সঞ্জয় চৌধুরীকে সামান্য ক'টা ফিস্-এর টাকার অভাবে ডাক্তারীর ফাইনাল পরীক্ষার দরজা থেকে ফিরে আসতে হ'ল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সঞ্জয় চৌধুরী··· তারপর সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেল পথের মানুষের ভিড়ে।

* * *

তখন যুদ্ধ চলছিল বার্মা সীমান্তে। বারুদের গন্ধ আর বোমার আওয়াজের মধ্যে—নিজের অতীতকে ভুলে থাকবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একটা মিলিটারী ফিল্ড হসপিটালের আর্দালীর চাকরি নিয়ে এল সঞ্জয়। কিন্তু ভুলে থাকতে চাইলেই কি পারা যায়? প্রতিদিন ট্রাক-বোঝাই হয়ে আসছে শত শত আহত সৈন্য—আর্তনাদে গুমরে উঠছে ফিল্ড হসপিট্যালের ছাউনীগুলো।

সামান্য সামর্থ্য নিয়ে এতগুলো রোগীকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন ফিল্ড হসপিটালের মিলিটারী সার্জন মেজর চ্যাটার্জী। দেখে শুনে সঞ্জয় স্থির থাকতে পারেনা। কোথা থেকে মাঝে মাঝে যেন তার ডাক্তারের সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

সামান্য একটি আর্দালীর এই মানসিক চঞ্চলতা মেজর চ্যাটার্জীর চোখে কিন্তু ধরা পড়ে যায়। সঞ্জয়কে নিভৃতে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করেন তিনি। পিতৃ-প্রতিম এই প্রৌঢ় সার্জনের ভালবাসার স্পর্শে অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে সঞ্জয় তাঁকে খুলে বলে তার অতীত জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন মেজর চ্যাটার্জী। তারপর বলেন, এতগুলো পেশেণ্টকে একা সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছেনা। সুতরাং, সঞ্জয় যদি অপারেশন থিয়েটারে তাকে সাহায্য করে…

চমকে ওঠে সঞ্জয়! এ অসম্ভব! কোন অধিকারে সে করবে এত বড় কাজ? তার যে ডাক্তারী ডিগ্রি নেই!

উত্তর আসে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে সভ্য-সমাজের ঐ কেতাবী নিয়মকানুনগুলো মেনে চলা অর্থহীন। রাজী হতে হবেই সঞ্জয়কে।

রাজী হয়ে গেল সঞ্জয়। জীবনে যে কাজ নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিল, তেমনি একটা কাজ পেয়ে দিনরাত্রি সে অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্র-চিকিৎসায় রীতিমতো পাকা হয়ে উঠল সে।

* * *

তারপর, একদিন সন্ধ্যায় মূর্তিমান বিভীষিকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এলো জাপানী বম্বারগুলো। বোমার ঘায়ে তছনছ হয়ে গেল ছাউনী। মারা পড়ল অসংখ্য সৈন্য। আর তাদের সঙ্গে মেজর চ্যাটার্জীও।

সঞ্জয় দেখল, এত বড় ছাউনীর ভার নেবার মতো সে ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

ব্যস্, সেইদিন থেকে অসংখ্য আহত সৈন্যদের কাছে সে-ই হয়ে দাঁড়ালো 'ডাক্তারবাবু'। যারা প্রাণ ফিরে পেল, তারা এই ডাক্তারবাবুকেই ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। কেউ খোঁজ নিল না তার সত্যিকারের পরিচয়ের কথা!

* * *

কিন্তু, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ের এই খেলাও শেষ হল। আবার সেই পথ…আবার সেই গ্লানি…আবার সেই দিনের পর দিন কাজ খুঁজে-মরা।

* * *

অকস্মাৎ রাস্তায় একদিন দেখা হয়ে যায় সুশোভন সেনের সঙ্গে। সঞ্জয় অবশ্য তাকে চিনতেই পারে নি। কিন্তু সুশোভন চিনেছিল। কারণ বার্মা ফ্রণ্টে যখন সে পেটে গুলী খেয়ে মরতে বসেছিল, তখন ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরীই তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, একথা সে আজো ভোলে নি। আজ অবশ্য তার অবস্থা ফিরেছে। উত্তর বাংলার বাতাসপুর নামে একটা শৈল-নগরের সে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান। ছুটিতে কলকাতায় এসেছে।

সামান্য দু-একটি কথাবার্তার মধ্যেই একথা বুঝতে সুশোভনের দেরী হ'ল না, যে তার প্রাণদাতা এই তরুণ ডাক্তারটির এখন বড় দুঃসময় চলেছে। অতীতের উপকার স্মরণ করে তাই সে একটি কুণ্ঠার সঙ্গে সঞ্জয়ের কাছে একটি চাকরির প্রস্তাব এনে উপস্থিত করল।

তাদের বাতাসপুরে, মিউনিসিপ্যাল হসপিটালে শিগ্‌গির একজন এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জনের পদ খালি হচ্ছে। যদি সঞ্জয় রাজী থাকে, তাহলে…

মুহূর্তে সঞ্জয়ের চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন দুলে ওঠে। এই তো সে চেয়েছিল।…এই তো ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু…

ডিগ্রী নেই, সার্টিফিকেট নেই…এ চাকরী নেবার অর্থ— জেনে শুনে আইনকে লঙ্ঘন করা। জেনে শুনে অপরাধের ফাঁদে পা বাড়ানো! কি করবে সঞ্জয়?

অবশেষে এক ঝড়ের রাতে সে তার জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। অপরাধ হোক আর যাই হোক, এ কাজ সে নেবেই! * * *

তারপর?

গল্প আমাদের এখানেই শুরু। আর এ গল্পের শেষ হচ্ছে এক চাঞ্চল্যকর বিচার-কাহিনীতে। সে বিচারের শেষ রায় দেবার ভার আপনার ওপর অর্পণ করে আমরা আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

গান

(১)

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না
রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্না হাসির বাঁধন তারা সইল না
সইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা
উড়ে গেল সকল বাঁধন সইল না
সইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
স্বপন দেখি যেন তারা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চারপাশে
এত বেদন হয় কি ফাঁকি
ওরা কি সব ছায়ার পাখি
আকাশ পানে কিছুই কি তার রইল না
রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

(২)

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো
যেখানেই পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে।

রূপদানে

দিলীপ মুখোপাধ্যায়·অনিল চট্টোপাধ্যায়
কাজল গুপ্ত·মঞ্জুলা বন্দ্যো·মঞ্জু দে
বিকাশ রায়·ছবি বিশ্বাস·পাহাড়ী সান্যাল
অসিতবরণ·উৎপল দত্ত·ছায়া দেবী·গীতা দে
জীবেন বসু·তরুণকুমার·সবিতাব্রত · আরতি দাস
তমাল লাহিড়ী · অমর মল্লিক · শিশির বটব্যাল
শিশির মিত্র·মালা বাগ·ধীরাজ দাস·পঞ্চানন ভট্টা
দিলীপ রায়চৌধুরী·রমা দেবী·প্রীতি মজুমদার
সন্তোষ সিংহ·অসি বন্দ্যো·গোপাল মজুমদার
শ্যামল ঘোষ·সুকুমার মুখোপাধ্যায় (অতিথি-শিল্পী)
ধ্রুব রায়চৌধুরী·অনাদি বন্দ্যো·প্রভাত দাস·ভানু ঘোষ
রোহিনী বসু·অমর নাল·সুধা মুখো·ইন্দু ঘোষ·সাধন
বিদ্যুৎ·সূর্যনারায়ণ ও নবাগত সোমনাথ
(অতিথি-শিল্পী)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হসপিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১০৭ হেভী এ এ সি এ এ সি (টেরিটোরিয়াল আর্মি)
ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ • ডাঃ বাসুদেব গুহ
ডাঃ অশোক বাগচী • শ্রী শিশির মুখার্জী
শ্রী সমীর দাস • শ্রী দীপক সেনগুপ্ত
শ্রীবারীন সাহা • শ্রীবিনয় মিত্র
ক্যালকাটা ওয়াচ কোং
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ·
নিয়ন টিউব লাইট কোং • প্যাটেল ইণ্ডিয়া (প্রাঃ) লিঃ

ভূমিকায়
কনিকা মজুমদার
অনিল চট্টো
সন্ধ্যা রায়
সতীন্দ্র
দিলীপ মুখার্জী
জ্ঞানেশ
পরিচালনা-চিত্ররথ
সুর-জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
কাহিনী-শক্তিপদ রাজগুরু
কুমারীমন
মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত
ফিল্মএজ - এর নিবেদন